মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ৩৮ | বর্ষঃ চতুর্থ | ফেব্রুয়ারি ২০০৮

উত্তরা থেকে ২ কেজি ৩০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে রাত ১০.০০ থেকে ১১.০০ পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে রাজধানী ঢাকার উত্তরা থানাধীন বাড়ী নং-৩, রোড নং-১০, সেক্টর-১৪, উত্তরা মডেল টাউন থেকে ২ কেজি ৩০০ গ্রাম হেরোইনসহ ২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। অধিদপ্তরের সদস্যরা এসময় ২৩ টি ছোট পলিপ্যাকে প্যাকেটজাতকৃত প্রতি প্যাকে ১০০ গ্রাম করে মোট ২ কেজি ৩০০ গ্রাম হেরোইন, নগদ ১৭,৯০০/= টাকা, হেরোইন মাপার নিক্তি বাটখারা ১ সেট, ১টি পাসপোর্ট ও ২ টি মোবাইল সেট উদ্ধার করে। গ্রেফতারকৃত আসামীরা হল মোঃ জালাল আহম্মেদ (আকাশ) (৩৪), পিতা- মৃত বেলায়েত আলী, সাং-বাড়ইপাড়া, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা- রাজশাহী এবং মোঃ জসীম উদ্দিন, পিতা- আঃ বারেক, থানা ও জেলা- যশোর। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসামীদের বাসায় আইনানুগ তল্লাশী করে এসব ওয়্যার ড্রব এর নীচের ড্রয়ারের তলায় বিশেষভাবে তৈরীকৃত চেম্বারে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় এবং আসামীদের পরিহিত প্যান্টের পকেট হতে বর্ণিত আলামত উদ্ধার ও জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত হেরোইন ভারত থেকে হয়েছে বলে আসামীদের প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়। আসামীদ্বয়ের বাড়ী রাজশাহী ও যশোর জেলার সীমান্ত এলাকায় হওয়ায় গত কয়েক বছর যাবৎ রাজশাহী ও যশোর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে হেরোইন পাচার করে এনে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্পটে পাইকারী বিক্রয় করেছে বলেও জানা গেছে।

অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে ইয়াবসহ গ্রেফতারকৃত আকাশ ও জসীম।

ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে ৭৪৪ ক্যান বিয়ার উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের একটি রেইডিং টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৩০ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখ রাত ৯.৩০ হতে ১০.০০ ঘটিকায় ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ থানাধীন মধ্য চরাইল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৭৪৪(সাতশত চুয়াল্লিশ) ক্যান বিয়ার ও ৩ (তিন) টি মোবাইল ফোন সেট উদ্ধার করে। উক্ত অবৈধ মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মোঃ আক্তার হোসেন (৪৩), আশ্রাফ উদ্দিন (৪৩), মোঃ সাহিদুল গাজী ওরফে সানু (২৫) এবং মোঃ বাবুল বেপারী (৩৫) নামে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের সদস্যরা গত ১৭ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে ঢাকার আগারগাঁও বিএনপি বস্তি থেকে ১৮ কেজি (আঠার) কেজি গাঁজা ও ১ টি মোবাইল সেটসহ মোঃ মোতালেব হোসেন ওরফে আনোয়ার (৩৩) কে গ্রেফতার করে। উদ্ধারকৃত গাঁজা ব্যবসার সাথে জড়িত অপর আসামী নুর মোহাম্মদ রিপন ওরফে বাবু পলাতক রয়েছে। অবৈধ মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট থানায় আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে ইয়াবা, হেরোইন, বিলাতী মদ ও ফেন্সিডিল উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৯ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে চট্টগ্রাম নগরীর ডবলমুরিং থানাধীন আগ্রাবাদস্থ শেখ মুজিব রোডে কুমিল্লা থেকে আগত চট্টগ্রাম-ড-১৮৯ নং ট্রাকে তল্লাশী করে মোট ৩০০ বোতল ফেন্সিডিলসহ ফেন্সিডিল ব্যবসায়ী সৈয়দ মোহাম্মদ ফারুক (৩৩) এবং ট্রাক ড্রাইভার কামাল (৩৬) কে গ্রেফতার করে। তাছাড়া চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে চাঁনগাও থানাধীন ৭০৫/বি চান্দগাঁও আবাসিক এলাকার উত্তর ফরিদাপাড়াস্থ এ, টি, এম মনসুরের বাড়ীতে তল্লাশী চালিয়ে একটি সাউন্ড বক্সের ভিতর লুকিয়ে রাখা ৪০০ টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধারপূর্বক মোঃ রফিক প্রকাশ আব্দুল্লাহ (৩৫) কে গ্রেফতার করে। গত ৩০ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে আনোয়ারা থানাধীন উত্তর গরুয়াপাড়া এলাকার মৃত দানা মিয়া ছেলে মোঃ ইউসুফের তালাবদ্ধ গোয়ালঘরে অভিযান চালিয়ে ৩১২ বোতল বিলাতী মদ উদ্ধার করে এবং গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখ নগরীর পাঁচলাইশ থানাধীন খতিবের হাট এলাকার হাজী চান মিয়া রোডে অভিযান চালিয়ে ১১০ গ্রাম হেরোইনসহ মোঃ খলিলুর রহমান (৪৭) কে গ্রেফতার করে, সংশ্লিষ্ট আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আপনার নিষ্পাপ সন্তানদের নেশা থেকে বাঁচান
DON'T MAKE THEM
A DRUG GENERATION

সম্পাদকের কথা

ভাষা শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন মাদকমুক্ত দেশ

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি"। বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার এবং আরও অনেক নাম না জানা শহীদের রক্তে রঞ্জিত মহান একুশে ফেব্রুয়ারি এখন সারা বিশ্বজনীন "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে স্বীকৃত। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী যখন বাঙালীদের মুখের ভাষা কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তখন বাংলার দামাল ছেলেরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। হাসতে হাসতে জীবন দিতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি। শুধু তাই নয় যুগে যুগে বাঙালীরা দেশ ও মাতৃকার জন্য জীবন দিয়েছে। এ সমস্ত ত্যাগের পিছনে মূল লক্ষ্য ছিল একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধিশালী জাতি গড়া। কিন্তু সর্বকালেই একটি স্বার্থান্বেষী মহল দেশ মাতৃকার বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে। কোন কালেই তাদের থাবা থেকে দেশ মুক্ত হতে পারেনি। দেশ যখন ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলছে তখন একটি মহল তাদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশে মাদকের মতো সর্বনাশা নেশা তুলে দিচ্ছে আমাদের তরুণ সমাজের হাতে। তরুণ সমাজের যেসময় দেশ গড়ার মহান ব্রত নিয়ে জীবন পথে অগ্রসর হওয়ার কথা সেসময় অনেকেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে, জড়িয়ে পড়ছে নানাবিধ অপরাধ কার্যক্রমে। নেশার টাকা সংগ্রহ করার জন্য তারা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই করছে। এতে দেশের উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিপন্ন হচ্ছে লক্ষ শহীদের আত্মদানের স্বপ্ন। লক্ষ শহীদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে দেশকে অবশ্যই মাদকমুক্ত রাখতে হবে। দেশ অবৈধ মাদকমুক্ত হলে যুব সমাজ যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। গড়ে উঠবে সুস্থ্য সুন্দর সমাজ। তাই আসুন আমরা ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে মাদকমুক্ত দেশ গঠনে সবাই যার যার সাধ্য মোতাবেক অগ্রণী ভূমিকা পালন করি।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন উপ-অঞ্চলে সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারী উপ-পরিদর্শক ও সিপাইদের মধ্যে গত ২৩ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে অধিদপ্তরের রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক কার্যালযে একদিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে রাজশাহী অঞ্চলের ১৪ জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, উপ-পরিচালক এবং জনাব আবুল হোসেন, সহকারী পরিচালক । উক্ত প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯০, অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে দিক নির্দেশনা, গোপন সংবাদ সংগ্রহ/তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই, লুকানো মাদকদ্রব্য উদ্ধারের কৌশল, চোরাচালানীদের চিহ্নিতকরণ, মাদক পাচারে ব্যবহৃত পরিবহন সনাক্তকরণ, তল্লাশী, আসামী গ্রেফতার, সাক্ষ্যদান, বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, সহকারী উপ-পরিদর্শক ও সিপাইদের দায়-দায়িত্ব, সার্কেল অফিসে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফরম ও নথিপত্র এবং বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক জানুয়ারি/০৮ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১১৪	১১৫
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৫৯	৮৬
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩৩	৩৭
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৯	২০
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৭	৮
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৮	১০
৭	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪২	৩৫
৮	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	১৮	১২
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৯	৪৪
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৫	১৯
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৬	৩৮
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১৪	২১
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৫	১১
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	১	-
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	১	১
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩২	৩৮
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩২	৩৫
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৪	১৪
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৫	৬
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৪	৫
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬৬	৭৬
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	১৯	২২
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৮	১৯
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৮	৪১
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১৯	১৯
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১৩	২৩
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	১১
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	১০
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৬	৬
	সর্বমোটঃ	৬৮৪	৭৮২

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

জানুয়ারি/০৮ মাসে সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৪২৮ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। জানুয়ারি/০৮ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৬৫	১৪৭	২১২	১১০	১০২
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	১২	১৩	২৫	২৫	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৮	৩১	৩৯	১৮	২১
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৮৮	৩৯	১২৭	৪০	৮৭
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	১৫	১০	২৫	১০	১৫
মোট	১৮৮	২৪০	৪২৮	২০৩	২২৫

অধিদপ্তরের আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান

অধিদপ্তরের জানুয়ারি/০৮ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১৫৩	১৭৯	১.১০৬ কেজি
গাঁজা	২১৫	২৪৬	১৬৮.০৭৩ কেজি
গাঁজা গাছ	৩	৩	৫ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৪৪	১৬৮	১৭৩৮ লিটার
দেশী মদ	১	১	১৬ লিটার
বিদেশী মদ	১	১	৩ লিটার
বিদেশী মদ	২০	১২	৪৯১ বোতল
বিয়ার	৩	৮	১০৭৭ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৩	২	১১৯১ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৬	৫	১০০.৫ লিটার
ফেন্সিডিল	৯৯	১১৫	৩৫২৯ বোতল
ফেন্সিডিল			১.১ লিটার
তাড়ী (টোডি)	১২	১৩	৬৩৫ লিটার
পচুঁই	১	১	২০ লিটার
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	১০	১১	১৩৯ এ্যাম্পুল
জাওয়া	৩	৩	৩১৩৭০ লিটার
বাখার			২ কেজি
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	৫	৫	৫৮ এ্যাম্পুল
অন্যান্য	১	১	
ইয়াবা ট্যাবলেট	২	২	৩০ টি
টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিনল	২	৬	৫ কেজি
নগদ অর্থ			১০১৭৯০ টাকা
সি,এন,জি			১ টি
মোবাইল সেট			২৫ টি
ট্রাক			১ টি
মোটর সাইকেল			১ টি
হুক্কা			৬ টি
মোট	৬৮৪	৭৮২	

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে জানুয়ারি/০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৭ হতে জানুয়ারি/০৮ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	জানুয়ারি/০৮ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	১০৯৪.২৯২ মেঃ টন	৩৪৭.৫৮ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	-	-
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	৪০৩.৫২ মেঃ টন	২৭.২০ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	৩১০.১৫৫ মেঃ টন	১৪১.৫০৬ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	১১৮.৪০ মেঃ টন	৪০ মেঃ টন

উল্লেখ্য এ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া যারা প্রিকারসর কেমিক্যাল এর ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে পরিচালক (অপারেশনস) এর নিকট সংবাদ প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগের টেলিফোন নং-৮৩১২২৪৯।

মাদক অপরাধের মামলা নিষ্পত্তি

জানুয়ারি/০৮ মাসে মোট ১৭২ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। এর মধ্যে ৯৭ টি মামলার সাজা হয়েছে এবং ৭২ টি মামলার আসামীরা মামলা থেকে খালাস পেয়েছে। অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩ টি। সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১০৫ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৮১ জন। জানুয়ারী/০৮ পর্যন্ত অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩৭৩৮০ টি। উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক নিষ্পত্তিকৃত মামলা এবং জানুয়ারি/০৮ মাস পর্যন্ত অনিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	জানুয়ারি/০৮ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	২৭	৩৯	৪৯৯০
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪	৪	৩৫৭৮
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২	২	২৪৭৩
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৬	৬	৬৫২
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	-	-	৬০৫
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	-	-	৪৮৮
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	২	৩	৩০৫১
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	৪	৪	৯৭৩
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৬৬২
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	-	-	১৯৫৮
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	-	-	৫৭০
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৭৪
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	১৬
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৭২
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১	৫০৬
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	১	১	২৫১৫
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৫	৫	৯৩৬
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৪	৪	১২৩৫
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৬	৬	৬৪৩
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১	১২২
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	১	১	২৬৭
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৮৭
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	২	২	৪১০৮
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	৩	৩	১৫৪৪
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২৬	২১	১৩৩৬
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	-	-	২০৪৫
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১	১	১৪৭০
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১	৩০৪
	সর্বমোটঃ	৯৭	১০৫	৩৭৩৮০

ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল কর্তৃক উদ্ধারকৃত ৭৪৪ ক্যান বিয়ার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে কুষ্টিয়ায় তিনজনের দন্ডাদেশ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর বিধান অনুযায়ী জনাব আলহাজ্ব আবুল হোসেন খন্দকার, বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ, ৩য় আদালত, কুষ্টিয়া গত ১ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে ২০ বোতল ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতারের অভিযোগে কুষ্টিয়ার চর আমলা পাড়া মোঃ মালিক এর স্ত্রী পারভীন খাতুন (কাঞ্চন) কে ৬ (ছয়) বছর সশ্রম কারাভোগের আদেশ এবং ২৭ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতারের অভিযোগে কুষ্টিয়ার সুখনগর বস্তির মৃত ছাইমনুদ্দিন এর পুত্র আঃ মালেককে ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ১০০০/= টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১ বছর কারাভোগের আদেশ প্রদান করেন। অন্যদিকে জনাব আঃ রশিদ মিয়া, বিজ্ঞ যুগ্ম দায়রা জজ, ১ ম আদালত, কুষ্টিয়া, ২০ বোতল ফেন্সিডিল, নগদ ৩,২০০/= টাকা এবং ১ টি মোবাইল সেটসহ গ্রেফতারের অভিযোগে কুষ্টিয়ার কালিসংকরপুর (হাউজিং) এ আঃ জব্বার রফিকুলের স্ত্রী মোছাঃ মর্জিনা (৩২) কে ৭(সাত) বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ৫,০০০/= টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬(ছয়) মাস কারাভোগের আদেশ প্রদান করেন।

অবসর গ্রহণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিলেট উপ–অঞ্চলের সুনামগঞ্জ সার্কেলের সহকারী উপ-পরিদর্শক জনাব মোঃ ফজলুল হক ০১/০২/২০০৮ তারিখে, ফরিদপুর উপ-অঞ্চলের উপ-পরিদর্শক জনাব মোঃ হাবিবউল্লাহ ১৩/০২/২০০৮ তারিখে এবং কক্সবাজার উপ-অঞ্চলের সিপাই জনাব কবীর আহাম্মদ ৩১/০৮/২০০৭ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর) তে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব মোঃ ফজলুল হক ০১/০২/২০০৯ তারিখে, জনাব মোঃ হাবিবউল্লাহ ১৩/০২/২০০৯ তারিখে এবং কক্সবাজার উপ-অঞ্চলের সিপাই জনাব কবীর আহমেদ ৩১/০৮/২০০৮ তারিখে সরকারি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ করার জন্য দেশে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জানুয়ারি/০৮ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃক নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	কর্মসূচীর নাম	জানুয়ারি/০৮ মাসে গৃহীত কর্মসূচী
১।	মাইকিং কর্মসূচী-	১৮ টি
২।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সভা	৩ টি
৩।	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা-	৫০২ টি
৪।	অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম-	৩৮ টি
৫।	শ্রেণী বক্তৃতা	১৩ টি
১৬।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী-	৩ টি
১৭।	অন্যান্য কর্মসূচী-	১ টি

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসের সাথে ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	জানুয়ারি/০৭	জানুয়ারি/০৮
১।	ঢাকা অঞ্চল	৩৩,৫২,৮০৭	৫০,৪৮,৭১০
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৬২,২৫,৭৯৬	৭১,৩৪,১৯২
৩।	খুলনা অঞ্চল	২,১১,৯৭,৯১৪	২,৭৫,৪০,৬০৫
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৪১,৬৫,২৪৮	৬৪,১৪,৭১৯
	মোট	৩,৪৯,৪১,৭৬৫	৪,৬১,৩৮,২২৬

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর ক্যামিকেলস এর রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। জানুয়ারি/০৮ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার হিসেব নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নিগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৭১৩	৭১৩	-	৭১৩	-
পুলিশ	৮৭৫	৮৭৪	১	৮৭৫	-
বিডিআর	২	১		১	১
র‍্যাব	২	২	-	২	-
সর্বমোট	১৫৯২	১৫৯০	১	১৫৯১	১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ওয়েজ আর্নার্স হোস্টেল ভবন (লেভেল-৮), ৭১-৭২,পুরাতন এ্যালিফেন্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।